স্বাস্থ্য ব্যয় কমাতে প্রতিরোধমূলক ব্যাবস্থাকে গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ স্বাস্থ্য সচিবের



সংগৃহীত ছবি

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যয় কমাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্য সচিব মোহাম্মদ সাইদুর রহমান। তিনি বলেন, প্রচলিত চিকিৎসার চেয়ে প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় মনোযোগ দিলে খরচ কমবে, মানুষের স্বাস্থ্য ও আয়ুও বাড়বে।

রবিবার (৩১ আগস্ট) রাতে রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন অডিটোরিয়ামে আমেরিকান ওয়েলনেস সেন্টার (এডব্লিউসি) আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব বলেন।

তিনি আরও বলেন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় বিনিয়োগ ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মানুষকে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, সুষম খাদ্যাভ্যাস ও সচেতন জীবনযাপনের পরামর্শ দেন তিনি। এসব অভ্যাস ব্যয়বহুল চিকিৎসা কমাবে এবং অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

মূল আলোচক দ্য সেন্টার অব ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনের কনসালটেন্ট অধ্যাপক ড. মজিবুল হক বলেন, পোল্ট্রি শিল্প থেকে আসা ডিম, দুধ ও মাংসের মাধ্যমে শরীরে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রবেশ করছে। এতে প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হচ্ছে এবং ভালো ব্যাকটেরিয়া নষ্ট হচ্ছে। তার দাবি, খাদ্যপণ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের পরিমাণ ৭০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

আমেরিকান ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) জানায়, খাদ্যে ব্যবহৃত রাসায়নিক মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির কারণ হতে পারে।

সেমিনার শেষে ড. মজিবুল হক বলেন, প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে জনসচেতনতা তৈরির কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি। সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রা নিশ্চিত করা গেলে দেশের স্বাস্থ্য সমস্যা অনেকাংশে কমবে।